

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

স-১৯৫

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল, ২০১৮

বিষ্ণু উৎসবের দিনটি সকলের জন্যই
পবিত্র দিন : কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রী

আমাদের দেশে যে সকল উৎসব, অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে তার পেছনে কোনও না কোনও বিজ্ঞান ভিত্তিক কারণ লুকিয়ে থাকে। আজ পঁচাত্তরখেলের নবীনছড়া হাইস্কুল ময়দানে ৪৫তম রাজ্য ভিত্তিক বিষ্ণু উৎসব ও মেলার উদ্বোধন করে এ কথা বলেন কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রী জুয়েল ওরামা। তিনি বলেন, আজকের দিনটি শুধু চাকমাদের জন্যই পবিত্র দিন নয়, আমাদের সকলের জন্যই পবিত্র দিন। এই পবিত্র দিনে সবাই একে অপরের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় যে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে তা জনগণের সরকার। এই সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজে কেন্দ্র সরকার সর্বতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে ৭টি মডেল স্কুল চালু রয়েছে। এরকম আরও ১৫টি মডেল স্কুল স্থাপনের ঘোষণা দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জুয়েল ওরামা। তিনি বলেন, প্রতিটি মডেল স্কুল স্থাপনে ব্যয় হবে ২৫ কোটি টাকা। প্রতিটি মডেল স্কুলে ৩২০ জন ছাত্র ও ৩২০ জন ছাত্রী বিনা বেতনে পড়াশোনা করতে পারবে। এরকম স্কুলে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। শুধু তাই নয়, রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য যা যা করা দরকার কেন্দ্রীয় সরকার তাতে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। তিনি বলেন, যেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছেনি সেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছানো হবে এবং রাজ্যের যেসব গরিব পরিবারের বাড়িতে এখনও বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছেনি সেসব পরিবারের বাড়িতে সৌভাগ্য যোজনায় বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও করবে রাজ্য সরকার। এরজন্য রাজ্যে বর্তমান যে সরকার গঠিত হয়েছে তাকে সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, চাকমা জনজাতিদের অনেক উৎসব আছে। এর মধ্যে যে উৎসব সমগ্র চাকমা সমাজকে উৎসাহিত করে তুলে তা হলো বিষ্ণু উৎসব। আজকের এই দিনটি একটি পবিত্র দিন। আমাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য-সম্প্রীতি এই উৎসবগুলির মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। তা বিহু হোক, চৈত্র সংক্রান্তি হোক কিংবা বিষ্ণু উৎসব হোক।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যের জনজাতি মানুষ খুবই শান্তিপ্ৰিয়। ত্রিপুরার পাহাড়ে গ্রামে যে রকম সুন্দর সুন্দর ফুল দেখা যায়, তেমনি জনজাতি সমাজের সুন্দর সুন্দর হস্তশিল্পের কাজও লক্ষ্য করা যায়। সেগুলিকে বাজারজাত করাই হলো একটা দায়িত্বশীল সরকারের কাজ। সেই ব্যবস্থা করার কাজ বিজেপি-আইপিএফটি সরকার ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। জনজাতিদের এই শিল্পকলাকে ভারতের সব রাজ্যেই নিয়ে যেতে চাই।

***২-এর পাতায়

*** (২) ***

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা পর্যটন ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যে এক নম্বর রাজ্য হতে পারে। এরজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। আমাদের রাজ্যে যে সকল পর্যটন স্থান রয়েছে তা দেশের অন্যান্য পর্যটন স্থান থেকে কম নয়। দেশের মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আফ্রিকাতে যান আমাজন নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে অমরপুরের ছবিমুড়ার সৌন্দর্য আমাজনের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আরও বলেন, প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থেকে প্রকৃতি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে নিজের জীবনশৈলী তৈরী করাই হলো ইকো-ফ্রেন্ডলি জীবনযাপন। আমাদের রাজ্যের জনজাতিরা পাহাড়ের কোলে বাস করে প্রকৃতির সঙ্গেই জীবনযাপন করেন। পাহাড়ে জুম চাষীরা ফসল লাগিয়ে নতুন বছরে নতুন মানসিকতা নিয়ে ভগবানের আশীর্বাদ পেতে চান। জুম চাষের মাধ্যমেই তাদের আনন্দ উৎসব প্রকাশ পায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশ হলো এমন এক দেশ যে দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক। বিশ্বের কোনও দেশেই শুনি নি যে সূর্যের দিকে তাকিয়ে সময় বলে দেয়। কিন্তু আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কৃষকরা এটা বলে দিতে পারেন। তিনি বলেন, আজকের এই উৎসবে ভারতীয় সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বার বার স্মরণ করা হচ্ছে কারণ এই মেলা প্রাঙ্গণ তার উদাহরণ প্রস্তুত করেছে। আমরা আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হলেও বিবু উৎসবকে ভুলিনি। আমরা যখন উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠি তখন জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একে অপরের ভবিষ্যতের জন্য শুভ কামনা করি। এটাই উৎসবের প্রকৃত সার্থকতা। বিবু যেমন নতুন মানসিকতা, নতুন দিশা তৈরী করে, ঠিক তেমনি রাজ্যে নবগঠিত বিজেপি-আইপিএফটি সরকারও ত্রিপুরাকে নতুন দিশাতে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষী করার স্বপ্ন দেখেছেন, তা পূরণ করার জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার সেই দিশাতেই কাজ করবে। তিনি এই বিবু উৎসবের মধ্য দিয়ে ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী চাকমাদের ধর্মীয় রীতির ভবচক্র, অজাল, টঙ্গি এবং বিভিন্ন দপ্তরের স্টল পরিদর্শন করেন।
